ঈশ্বর অনন্তকালীন পুরস্কার কি লিঙ্গভেদে দেবেন?

একদমই এমনটি নয়! অনেক নন-খ্রিস্টীয়ান ধর্মে, তাদের দেবতারা "ঈশ্বরীয়" উপহারসমূহ পুরুষ কিংবা নারী তার উপর নির্ভর করে দান করে থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, এবং মর্মবাদী এমন অনেক ধর্মই অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনে পুরুষদের কে নারীদের উপরে স্থান দিয়ে থাকে। পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে এসব উপহার গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু নারীরা: পুনর্জন্মের চক্র পার হতে পারে না, হয়ত অসম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়, আবার হয়ত পুরুষদের যৌন তৃপ্তি দেওয়ার জন্য থাকে, হয়ত অনন্তকালীয় গর্ভবতী হয়ে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টীয়ান ধর্মে এমন নয়। উভয় নারী এবং পুরুষ তাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানের এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদের ভিত্তিতে পুরুস্কৃত হন, মানুষের জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

মূল শব্দ

δοῦλε

doulos =দাস, সেবাকারী

"তিনি তাহাকে কহিলেন, ধন্য! উত্তম দাস, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, এজন্য ১০ নগরের উপর কর্তৃত্ব কর" লূক ১৯:১৭

পুরাতন নিয়মে উত্তরাধিকারের রীতি... এবং তারপর যীশু

পুরাতন নিয়মে, উত্তরাধিকরের রীতি প্রথম-জাত'র (প্রথম সন্তান) এবং পুরুষতান্ত্রিক (পুরুষ) পক্ষে ছিল। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় এবং মেয়ে সন্তানেরা অধিকারে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমজাত পুরুষ সন্তান অধিক আশীর্বাদ, সম্মান, এবং সম্পদ পেতেন। আমরা কিভাবে জানতে পারি যে, এই চিন্তাধারা ঈশ্বরের অনন্তকালের পুরস্কার বন্টনের ব্যবস্থা প্রকাশ করে না? কেননা যীশু নিজে তা স্পষ্ট করে দিতে এসেছিলেন। পর্বতের উপরে উপদেশ (মথি ৫-৭) দেওয়ার সময় যীশু তার সমস্ত কর্ণপাতকারীদের, নারী ও পুরুষদের কাছে এই পুরস্কার কে পাবে তা বর্ণনা করেছেন (ধার্মিকতার জন্য, সেবার জন্য, প্রার্থনার জন্য, উপবাসের জন্য, দানের জন্য, নিপীড়িতের পাশে থাকার জন্য ইত্যাদি) এবং কারা ইতিমধ্যে তাদের পুরস্কার পেয়েগিয়েছেন (যারা "দেখেছে" এবং সর্বসম্মুখে স্বীকার করেছে)। যীশু শিখিয়েছেন যা কিছু গোপনে করা হয় তাও তিনি "দেখেন"(মথি ৬:৪, ৬, ১৮) যা, ১ম শমূয়েল ১৬:৭ এর সমতুল্য পদ "মনুষ্য পুরস্কারে মন নিবদ্ধ করে, কিন্তু ঈশ্বর হৃদয় পর্যবেক্ষণ করেন।"

যীশু নাটকীয়ভাবে আশীর্বাদের সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। লূক ১১:২৭ পদে, এক নারী চিৎকার করে বলেছিলেন, "ধন্য সেই নারী যে জন্ম দিয়েছেন এবং লালন পালন করেছেন।" এই সাধারণ আশীর্বাদের বাণীটি প্রকাশ করে যে, ইহুদী নারীরা একজন অসামান্য পুত্র বা স্বামী লাভ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যীশু চিরন্তন সত্যের সাথে উত্তর করেছিলেন। "বরং ধন্য তাহারা যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও তা পালন করে।" (লূক ১১:২৮) কে শুনতে পায়? কে বাধ্য থাকে? কে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়? যে কেউ! আশীর্বাদ এবং পুরস্কার বাধ্যতার উপর ভিত্তি করে দত্ত হয়, যা নারী বা পুরুষ যে কেউ পালন করতে পারে। আমরা সমান অংশীদারি।

আপনার বর্তমান দৃষ্টিকোণ

"ধন্য, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস।"(মথি ২৫:২১) যখন আপনি ঈশ্বরকে একজন বাধ্য দাসের জন্য প্রশংসা করতে শোনেন, আপনার মনে কার কথা আসে? আপনি মনে করেন শুধুমাত্র একজন পুরুষই এই প্রশংসা পেতে পারে? যীশু কি একজন সৎ ও বিশ্বস্ত নারীকে ৫টি বা ১০ টি শহরের দায়িত্ব দিবেন(লূক ১৯)? নারীদেরকে স্বর্গে কোথায় দেখেন আপনি? তারা কি পিছনের কোন সারিতে গাদাগাদি করে বসেছে? তারা কি স্মনের দিকে আসার জন্য ঠেলাঠেলি করছে? তারা কি সেখানে পুরুষদের অনন্তকাল সেবা করার জন্য কাজ করছে? নাকি তারা তাদের কৃত ভাল কাজের এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার দ্বারা ফল পাচ্ছে? শেলা।

ঈশ্বর বিশ্বস্ততায় ফল দান করেন, জৈবিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়।

উপসংহার

আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে চিরস্থায়ী পরিবারকে চিত্রিত করুন। যীশু তার কনের মনের ভাব জানেন। তিনি আপনার বিশ্বস্ততার হৃদয়কে'ও জানেন, "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরন একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইতে তাহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমন করে" (২য় বংশাবলি ১৬:৯)। পুরুষ এবং নারী, যারা ঈশ্বরের সম্মুখে দন্ডায়মান, তার বাক্য পালন এবং বিশ্বস্ত থাকার জন্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?